দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 AUG 1987
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

৫৪

আর কতদিন?

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ (সম্মান) ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র। ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র হইয়াও এখন পর্যন্ত আমার দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্ত হয় নাই। গত ১৫ই জুলাই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল এখনও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কোন আলামত নাই। আমাদের আর কতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে? কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন, দুই চারিজন অস্ত্রধারীর কাছে কি আমাদের ভবিষ্যৎ জিম্মি থাকিবে?

—চিত্ত রঞ্জন দেব নাথ,
২য় বর্ষ (সম্মান), ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ দেশের সর্ববৃহৎ কলেজ। কলেজটি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। কলেজের রুমগুলিতে ঠিকমত লাইট, ফ্যান ও বেঞ্চের ব্যবস্থা নাই। বেঞ্চের অভাবে অনেকে দাঁড়াইয়া ক্লাস করে। রুমগুলিতে দুই একটা ফ্যান আছে, কিন্তু অবস্থা ভাল নয়। কলেজের লেট্রিনগুলির অবস্থা আরো করুণ। এইগুলিতে বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা নাই। পরিকার-পরিচ্ছন্নতারও ভয়ানক অভাব। কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন, তাঁহারা যেন এইসব সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

—এম, এ, বাতেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বে অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করিয়া তাহাদের বহিষ্কার করিতে হইবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে কয়েক বৎসর যাবৎ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছি। ছাত্ররা বোমাবাজি রাস্তায় না করিয়া ক্লাসের মধ্যে ঢুকিয়া করিতেছে। এই পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন, আপনারা মিছিল করিতে চাহিলে, ক্যাম্পাসে বা করিডোরে মিছিল না করিয়া মাঠে অথবা রাস্তায় যাইয়া মিছিল করুন। আপনাদের বিক্ষোভ কিংবা বিজয় মিছিল নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের না শুনাইয়া রাস্তায় যাইয়া বাংলার জনগণকে শুনান। আমরা যারা রাজনীতি করিতে ইচ্ছুক তারা আপনাদের সাথে মাঠে অথবা রাস্তায় যাইয়া যোগ দিব। কিন্তু যারা ক্লাস করিতে চায় তাহাদের বিরক্ত করিয়া লাভ নাই। তাহাদের পরিত্রাণ দিন।

—ফারজানা, জুলফিয়া, দীবা ও তাহমিনা, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।